কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ ২

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্ট

শিক্ষকদের বর্ধিত চাঁদা প্রত্যাহারের চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের বর্ধিত চাঁদা প্রত্যাহারের চিন্তাভাবনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী সপ্তাহে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর অসন্তোষ এবং শিক্ষক সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয় তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার কথা ভাবছে।

এরই মধ্যে আগের হারেই চাঁদা কেটে শিক্ষকদের জুন মাসের বেতন-ভাতা ছাড় করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে তা ছাড় করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল বুধবার বলেন, 'সাধারণত প্রজ্ঞাপন জারি হলে এর পর পরই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের রীতি রয়েছে। কিন্তু জুন মাসের বেতন থেকে তা কার্যকর না করেই শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ছাড় করার প্রক্রিয়া চলছে। তবে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ও বিব্রত। তাই এ ব্যাপারে একটি বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসংক্রান্ত ফাইল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি যেদিন সময় দেবেন সেদিন বৈঠকটি হবে।'

অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য এত দিন মোট ৬ শতাংশ চাঁদা থাকলেও গত মাসের ১৫ ও ২০ জুন আলাদা দুটি প্রজ্ঞাপনে তা ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

- শিক্ষকদের জুন মাসের বেতন আগের চাঁদায়
- প্রকল্পের কাজে দুর্নীতি বরদাশত করা হবে না : শিক্ষামন্ত্রী

অবসরের জন্য ৪ শতাংশের বদলে ৬ শতাংশ আর কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য ২ শতাংশের বদলে ৪ শতাংশ চাঁদা নির্ধারণ করা হয়। তবে চাঁদা বাড়লেও শিক্ষকদের অবসর সুবিধা থাকবে আগের মতোই। এতে প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকেই পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বেশির ভাগ শিক্ষক সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর সূত্র জানায়, অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের চাঁদা বাড়াতে জুন মাসে প্রজ্ঞাপন হয়েছে। সেই হিসাবে জুন মাসের বেতন থেকেই তা কাটার কথা। এ ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হলেও এর জবাব দেয়নি মন্ত্রণালয়। শুধু মৌখিকভাবে জুন মাসের চাঁদা আগের মতোই ৬ শতাংশ কাটার কথা জানানো হয়েছে।

বর্ধিত চাঁদা নিয়ে জটিলতার সমাধান না হওয়ায় এত দিন জুন মাসের বেতনও আটকে ছিল। চলতি সপ্তাহে মন্ত্রণালয়ের মৌখিক সিদ্ধান্তের পর বাড়তি চাঁদা না কেটেই শিক্ষকদের জুন মাসের বেতন-ভাতা পাস হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই বেতন ছাড় করা হবে বলে মাউশি অধিদপ্তর সূত্র জানায়।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'প্রকল্পের কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপচয় বরদাশত করা হবে না। এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রকল্পে কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি হলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আর বরাদ্দকৃত অর্থের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। এক টাকা দিয়ে দুই টাকার কাজ করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। কারণ বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া টাকা জনগণের টাকা, গরিব মানুষের টাকা।'

গতকাল বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৩টি প্রকল্প ও প্রগ্রামের প্রকল্প কর্মকর্তাদের সঙ্গে অধিদপ্তরের সভাকক্ষে এক দিকনির্দেশনামূলক সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা খাতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের প্রকল্পগুলোর সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে শিক্ষার উন্নতি। প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। অর্থ আমাদের সীমিত। কিন্তু ব্যয় করার সময় মনে রাখতে হবে, টাকা জনগণের। এই সীমিত অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। কোনোভাবেই এই সীমিত সম্পদের অপচয় করা যাবে না।' তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা বছরের শুরুতেই গ্রহণ করতে হবে। কী কী কাজ করা হবে, তার একটি পরিষ্কার ধারণা প্রকল্প পরিচালকদের মাথায় থাকতে হবে। বাস্তবায়নের ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করতে হবে।'

সভায় জানানো হয়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের হার ছিল শতকরা ৯৩.১২ ভাগ। তবে গত আট অর্থবছরে প্রকল্প বাস্তবায়নের এ হার শতকরা ৯৯ ভাগের বেশি ছিল।

একই অনুষ্ঠানে মাউশি অধিদপ্তরের নতুন ২০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য দেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মহিউদ্দিন খান, অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন প্রমুখ।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর